বাংলাদেশ দূতাবাস
ব্যাংকক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি **নং: ১৩৫**

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংককে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন

ব্যাংকক, ১৭ মার্চ ২০২৩

বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ পালন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ আব্দুল হাই আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্য, ভাষা শহিদ ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার শান্তি কামনা এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর (শ্রম) জনাব মোঃ ফাহাদ পারভেজ বসুনীয়া। এরপর মান্যবর রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন যথাক্রমে দূতাবাসের (মিনিস্টার) রাজনৈতিক ও মিশন উপ-প্রধান মিজ মালেকা পারভীন, এনডিসি, মিনিস্টার (কনস্যুলার) জনাব হাসনাত আহমেদ, ইকনোমিক মিনিস্টার জনাব সৈয়দ রাশেদুল হোসেন, কাউন্সেলর এবং দূতালয় প্রধান জনাব মোঃ মাসুমুর রহমান। অনুষ্ঠানে দিবসটির উপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা পর্বে আগত অতিথিবৃন্দ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। দূতাবাসের (মিনিস্টার) রাজনৈতিক ও মিশন উপ-প্রধান মিজ মালেকা পারভীন, এনডিসি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর কয়েকটি প্রজন্মকে বিকৃত ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া, থাইল্যান্ড আওয়ামীলীগ-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নেয়ামত আলী তালুকদার কমিউনিটির পক্ষ হতে আলোচনাপর্বে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংককস্থ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মো: আব্দুল হাই তাঁর বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভাষা শহিদ ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু একটি যুদ্ধ পরবর্তী দেশে আর্থিক সংকট সত্ত্বেও সঠিক সময়ে শিশুদের মাঝে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন। এছাড়া, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পুষ্টিকর খাদ্য ও খেলাধুলা অপরিহার্য উল্লেখ করে শিশুদের জন্য তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে শেষাংশে একটি কেক কাটার মধ্য দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) মিজ দয়াময়ী চক্রবর্ত্তী।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ দূতাবাস, ব্যাংকক গত ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে দূতাবাস প্রাঙ্গণে প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু কিশোরদের জন্য চিত্রাংকন ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ আয়োজনে থাইল্যান্ডস্থ প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু কিশোররা বয়স অনুযায়ী তিনটি গ্রুপে (ক, খ ও গ) স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপ এর জন্য চিত্রাংকন এর বিষয় নির্ধারিত ছিল বাংলাদেশের পতাকা এবং খ ও গ গ্রুপ এর জন্য বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত কুইজ। উক্ত প্রতিযোগিতায় শিশু কিশোরদের অভিভাবকগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশু কিশোরদের মাঝে গ্রাফিক নভেল 'মুজিব' পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা হয়। এরপর সকল শিশু কিশোরকে সাথে নিয়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত কেক কেটে জাতির পিতার জন্মদিবস উদযাপন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্টদূত জনাব মো: আব্দুল হাই এবং সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মান্যবর রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশু কিশোরদের এবং আগত অভিভাবকগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতায় প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু কিশোরদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে জানতে সহায়ক হবে।

প্রতিযোগিতা পর্বটি সঞ্চালনা করেন দূতাবাসের কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) জনাব নির্ঝর অধিকারী।

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH